সংবাদ

তারিখ ..16 SEP 2007..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মাধ্যমিক পরীক্ষার সংস্কার আটকে গেল

তিরিশ কোটি টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি পরীক্ষার সংস্কারের পরিকল্পনা বাতিল করেছে বলে খবরে প্রকাশ। সমস্যাটা হয়েছে প্রকল্পটির জন্য নতুন করে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে। ২৫ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়, ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র দেয়া হবে। বর্তমানের 'রচনা ধরনের' প্রশ্নের বদলে 'স্ট্রাকচারড' প্রশ্ন দেয়া হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৮৯ হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ বাবদ ১০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। শিক্ষা সচিব এ টাকার অনুমোদন দিতে নাকি অস্বীকার করেছেন।

নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রের প্রবর্তন মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়নের ৭৯৩ কোটি টাকার প্রকল্পের একটি অংশ। প্রকল্পের পরিচালক বলেন, সময়মতো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া না হলে নতুন পদ্ধতিটি ২০১০ সালে প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না। তার মতে, পরীক্ষা সংস্কার কাজে ২০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, ২০০৪ থেকে এ পর্যন্ত ৩০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে দ্বিমতের জন্যই কি ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ আটকে দেয়া হয়েছে? এ বিতর্কের জন্য যদি নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রের প্রকল্পটি স্থগিত হয়ে যায় তা হবে দুর্ভাগ্যজনক।

২০০৮ সালের পরীক্ষায় নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রবর্তন করার কথা ছিল। কিন্তু এর জন্য প্রস্তুতি ২০০৫ সালের নভেম্বরে স্থগিত করে দেয়া হয়। এরপর ২০০৭ সালের ৬ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়, ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রবর্তন করা হবে। কিন্তু বিভিন্ন মহলের বিরোধিতার কারণে সে সিদ্ধান্ত নাকি বাতিল করতে হয়।

এদেশে পড়াশোনা ও পরীক্ষায় নতুন কোন পদ্ধতির প্রবর্তন সব সময়েই বিরোধিতার মুখে পড়ে। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও এর মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা নয়। যে ধরনের প্রশ্নপত্র এ পরীক্ষায় বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করা হয় তার উত্তর কোচিং সেন্টারগুলোতে রপ্ত করানো হয়। ফলে প্রকৃত মেধা যাচাই হয় না। নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র এ পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে বলে আন্দাজ করা হচ্ছে। দেশের শিক্ষানুরাগী এবং অভিভাবকরা বর্তমান পদ্ধতি বদলানোর পক্ষে। কিন্তু নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের আগে এ সম্পর্কে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীকে অবহিত করতে হবে। প্রশ্নপত্রের ধরন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অন্ধকারে রেখে পরীক্ষা হতে পারে না। এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পটিতে যদি মাত্রাতিরিক্ত টাকা খরচ হয়ে থাকে তা তদন্ত করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের টাকা আটকে দিয়ে প্রকল্পটি ভণ্ডুল করে দেয়া উচিত হবে না।